TRIPURAINFO

দেশের নানা প্রান্তে অসামরিক/প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের অধীনে ৫০টি নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ, ২০১৭

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির পৌরহিত্যে অর্থনৈতিক বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসমিতি বুধবারের বৈঠকে দেশের নানা প্রান্তে অসামরিক/প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের অধীনে ৫০টি নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার গুণমান ও অসাধারণ ফলাফলের জন্য এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই উদ্যোগ।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংস্থানের নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তাবিত ৫০টি নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের জন্য সর্বমোট প্রকল্প খরচ ১১৬০ কোটি টাকা।

নতুন এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি খোলা হবে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং এর জন্য ৬৫০টি স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হবে। বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিবছর একটি করে উঁচু ক্লাস যোগ হবে এবং এভাবে যখন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত হয়ে প্রতি ক্লাসে দু'টি শাখাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে পরিণত হবে, ততদিনে বিভিন্ন পর্যায়ের ৪০০০ স্থায়ী পদের প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে ২৯০০টি হবে শিক্ষকের পদ এবং ১১০০টি হবে অ-শিক্ষকের পদ। নতুন এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি যখন সম্পূর্ণ রূপে কার্যকর হবে, তখন বর্তমানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পাঠরত প্রায় ১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি আরও প্রায় ৫০,০০০ ছাত্রছাত্রীকে একই গুণমান সম্পন্ন শিক্ষাদান করা সম্ভব হবে।

নতুন এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি উচ্চ গুণমান সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করবে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ও আধা-সামরিক বাহিনীর কর্মীসহ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যারা বদলিযোগ্য কাজ করেন, তাদের ছেলেমেয়েদেরকে একটি সাধারণ কর্মসূচির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংস্থানের অধীনে ভারতের বাইরে মস্কো, কাঠমান্ডু ও তেহেরানে তিনটি বিদ্যালয় সহ ১১৪২টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় চালু আছে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিকে পরিকাঠামো, শিক্ষণ সংস্থান, পাঠক্রম ও শিক্ষার দক্ষতার নিরিখে দেশের মধ্যে আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি যে ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ শিক্ষার

দক্ষতার প্রদর্শন করছে, কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের (সি.বি.এস.ই.) পরিচালিত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল থেকেই তা স্পষ্ট।